ভক্তি থাকিবে, সেই ভক্তিরই ভগবান আদর করিয়া থাকেন ; দেহের আদর করেন না। এই অভিপ্রায়েই শ্রীপ্রেমানন্দঠাকুর বলেন—

বল কি করে বরণ-কুল।
যেকুলে সে কুলে জনম হউক না—
কেবল ভকতি মুল ॥
কপি কুলে দেখ বীর হনুমান—
শ্রীরাম-ভকত রাজ।
রাক্ষস-কুলেতে বিভীষণ বৈসে
ঈশ্বর সভার মাঝ।

শ্রীহরিচরণে ভক্তিহীনজন কেবল স্বধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া কি ফলই বা লাভ করে? শ্লোকস্থ "অভজতাং"—এই পদটী সম্বন্ধমাত্র বুঝাইবার জন্য কর্ত্তাতে ষষ্ঠী উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীনারদ শ্রীব্যাসকে এই শ্লোকটী বলিয়াছেন ॥ ২৩ ॥

তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ণিত প্রকারে ভক্তিই যে একমাত্র অভিধেয় বস্তু অর্থাৎ কর্ত্তব্য, তাহাই বলা হইয়াছে। যেমন ব্যাস-নারদ সংবাদে ভক্তিরই একমাত্র অভিধেয়ত্ব অর্থাৎ কর্ত্তব্যত্ব বুঝান হইল, তেমনই শ্রীশুক-পরীক্ষিৎ-সংবাদের প্রারম্ভেও ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব প্রকাশ করা হইয়াছে। হে রাজেন্দ্র! আত্মতত্ত্বে দৃষ্টিশূন্য গৃহাসক্ত মানবপক্ষে হাজার হাজার শ্রোতব্য প্রভৃতি বহুল কর্ত্তব্যতা আছে। ইতি—শ্লোকার্থ ॥ ২৪ ॥

গৃহেম্বিত্যাদিকমুপলক্ষণং বহির্মুখানাম্। আত্মতত্ত্বং ভগবত্তত্ত্বং তথা নিগময়িষ্যমাণত্বাৎ। নিগময়তি—তস্মাদ্ ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্ ॥ ২৫ ॥

শ্লোকস্থ "গৃহেষু" ইত্যাদি পদগুলি উপলক্ষণে বহির্মুখ জীবমাত্রের গ্রাহক। অর্থাৎ যতদিন পর্য্যন্ত ভগবদ্ বহির্মুখতা দোষ থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত অনেক শুনিবার, অনেক বলিবার, অনেক করিবার ও অনেক ভাবিবার আছে। আত্মতত্ত্ব—শ্রীভগবত্তত্ত্ব। এই প্রকার ব্যাখ্যা করিবার উদ্দেশ্য—পরে শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দে উন্মুখতাই প্রতিপাদন করা হইবে। এইক্ষণ শ্রীভগবদ্ভক্তির অবশ্য কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদন করিতেছেন। হে ভারত! অতএব সর্ব্বাত্মা ভগবান্ ঈশ্বর শ্রীহরির কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করা অভয়প্রার্থী জনমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য ২।১।৫ ইতি শ্লোকার্থ ॥ ২৫ ॥

টীকা চ— সর্ব্বাত্মেতি-শ্রেষ্ঠত্বমাহ ভগবানিতি সৌন্দর্য্যং, ঈশ্বর ইত্যাবশ্যকত্বম্,